যুগান্তর

তারিখ ... 14 AUG 2015
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসনে নৈরাজ্য

দুর্নীতিবাজদের দাপটের ভিত যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সেটা ভেঙে দিতে হবে।

শিক্ষাভবন খ্যাত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) বলা হয় অনিয়ম-দুর্নীতির আখড়া। অভিযোগ আছে, এ অফিসে বদলি, পদায়ন, এমপিওভুক্তি, টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড থেকে শুরু করে সবকিছু নিয়েই চলে অবৈধ অর্থ লেনদেন। সেখানে নাকি অবাধেই চলে ঘুষ ও তদবির বাণিজ্য। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিক্ষক-কর্মচারীদের পদে পদে হয়রানির শিকার হতে হয়। শিক্ষামন্ত্রী চেষ্টা করেছেন মাউশির দুর্নীতির রাশ টেনে ধরতে। শিক্ষা খাতে দুর্নীতি-অনিয়মের বিরুদ্ধে জেহাদও ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বস্তুত শিক্ষা প্রশাসনে দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় সারাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজ করছে বিশৃংখলা। সরকার কোচিং ব্যবস্থা বন্ধে পদক্ষেপ নিলেও এর কোন বাস্তবায়ন চোখে পড়ে না। কোচিং ব্যবসা চলছে লাগামহীনভাবে। কোচিং সেন্টার এ প্রাইভেট শিক্ষকের বাসায় ক্লাসরুমের পাঠদান, ভর্তিতে সরকার নির্ধারিত ফির বেশি আদায়, দু'বছর নতুন এমপিও না দেয়া, স্কুল পরিচালনা কমিটির নৈরাজ্য, অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ, বিভিন্ন প্রকল্পে দুর্নীতি, শিক্ষাভবন-জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)-জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরে দুর্নীতি— এসব সমস্যা জর্জরিত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে চাকরি জাতীয়করণে শিক্ষক আন্দোলন সামাল দিতে না পারা। এ ইস্যুতে সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী উভয় পক্ষই নেমেছে আন্দোলনে।

সন্দেহ নেই, মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। অথচ এমনটি হবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। বর্তমান সরকার সফলভাবে একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, জেএসসি পরীক্ষা প্রবর্তন এবং পাসের হার বৃদ্ধিসহ মাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছু অর্জনও রয়েছে সরকারের। কিন্তু সব অর্জন ম্লান হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতির ব্যাপকতায়। জানা যায়, শিক্ষাভবনে দুর্নীতির হোতা দুই সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য লাঘবে শিক্ষামন্ত্রী একপর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন শেষে সেখানে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপনের নির্দেশ দেন। ওই বাক্সের চাবি তিনি নিজের কাছে রাখলেও বাক্সের চাবি নাকি ডুপ্লিকেট হয়ে যায়! দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছলে এটা সম্ভব, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রী কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি? দুর্নীতি ও নৈরাজ্য দূর করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের বিকল্প নেই। দুর্নীতিবাজদের দাপটের ভিত যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সেটা ভেঙে দিতে হবে। দুর্নীতিবাজদের দমন করতে হবে, শক্ত হাতে। এক্ষেত্রে কোনরকম রাজনৈতিক পরিচয়কে আমলে নেয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে, দুর্নীতিবাজরা সেই দলের কাণ্ডারি বনে যায়। এদের প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ শিক্ষা খাতকে কলুষিত এবং সরকারের ভাবমূর্তির ক্ষতি করা।

যে কোন প্রশাসনে দুর্নীতি বিস্তারের একটি বড় কারণ জবাবদিহিতার অভাব। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়টি খুবই জরুরি। শিক্ষামন্ত্রী দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, তার বাস্তবায়ন দেখার অপেক্ষায় আছে দেশবাসী। শিক্ষা খাতকে সরকারের আর দশটি খাতের মতো দেখলে চলবে না। শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের মানুষের আদর্শ, নীতিবোধ ও নৈতিকতার প্রশ্ন। সেই শিক্ষা প্রশাসনেই যদি দুর্নীতির সর্বব্যাপী বিস্তার ঘটে, শিক্ষাভবন নামের ভবনটি যদি পরিচিতি পায় 'দুর্নীতির আখড়া' হিসেবে, তাহলে এর চেয়ে গ্লানিকর আর কী হতে পারে! আমরা আশা করব, মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের দুর্নীতি ও নৈরাজ্য ঘোচাতে শিক্ষামন্ত্রী অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন। দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত, তারা যতই প্রভাবশালী হোক এবং তাদের যে পরিচয়ই থাকুক না কেন, তারা যেন কোনভাবেই রেহাই না পায়। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও জরুরি।